সাতদিন

১০ অক্টোবর : দেশে জুড়ে মারাত্মক বিদ্যুৎ সংকট। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হামলা ভাঙচুর।

১১ অক্টোবর : জঙ্গি হামলার আশঙ্কা। ৬৬ কারাগারে নিরাপত্তা জোরদার।

রাজশাহীতে বাংলা ভাইয়ের আস্তানা থেকে বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার।

১২ অক্টোবর : ডায়রিয়া মহামারী আকার হতে পারে। ৫ জেলার ১৫ জনের মৃত্যু। আক্রান্ত কয়েক হাজার।

গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে সভা। গ্যাস রেশনিং শুরু।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদলকে বিতাড়ন। ছাত্রদল ছাত্রলীগের যৌথ হামলা।

১৩ অক্টোবর : চট্টগ্রাম তিনটি গুদামে ভয়াবহ আগুন, নিহত ২, বিপুল পরিমাণ আমদানি পণ্য পুড়ে ছাই।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা।

১৪ অক্টোবর : সাভারে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যু, ২০ কারখানায় হামলা, লুটপাট।

ভোটার তালিকা তৈরি শুরু হচ্ছে। কমিশন ১৫০ কোটি টাকা চেয়ে পাচ্ছে মাত্র ৬০ কোটি।

১৫ অক্টোবর : দ্রব্যমূল্য ও বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে বিএনপির তৃনমূল নেতারা ক্ষুব্ধ।

বগুড়ায় যাত্রীবোঝাই বাস নদীতে, ৪০ জনের মৃত্যু আশঙ্কা ২১ লাশ উদ্ধার।

চট্টগ্রাম বন্দরে লাইটার জাহাজে ধর্মঘট প্রত্যাহার।

১৬ অক্টোবর : XvKv Kgvm K‡j‡Ri Qv‡Î Kvgi“j Bmjvg †gwgb nZ¨v gvgjvi cavb Avmvwg gwZwSj _vbvi mv‡eK Iwm iwdKj Bmjvg iwdK‡K KvivMv‡i cvVv‡bv n‡q‡Q|

kwšcY fv‡e দুর্গাপূজা উদযাপন

লেখা : **বর্ষা গাঙ্গুলি**
ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা সামান্য কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দেশ জুড়ে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়েছে এবার। দুর্গাপূজা উদযাপনকে সফল করার জন্য পুলিশ-র‍্যাবসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে কঠোর নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলা হয়েছিল। সে কারণে ভক্ত-পূজারিদের ঢল নেমেছিল রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের পূজা মন্ডপগুলোতে। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তাপস পাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'নিরাপত্তার ব্যবস্থা বেশ ভালো। অতিরিক্ত নিরাপত্তার কড়াকড়িতে উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ততায় একটু বাধা পড়েছে। তবে লোক সমাগম কমেনি।'

রাজধানীর সূত্রাপুর, কাগজীটোলা, কুলুটোলা, ফরিদাবাদ, শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, গোয়ালনগরসহ পূজামন্ডপ ঘুরে মোটামুটি একই রকম শান্তিপূর্ণ চিত্র পাওয়া গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য কিছুটা চাপা আতঙ্ক লক্ষ্য করা গেছে। প্রথা অনুযায়ী অষ্টমীর দিন রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজা। এতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বীনা সিক্রিও এসেছিলেন যোগ দিতে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। যানজটের কারণে ঠিক সময়মতো আসতে না পারায় প্রথম দিকের আনন্দ ভীষণভাবে মিস করছি।' বীনা সিক্রি আরো বললেন যে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের পূজিত কুমারীর নাম ঐন্দ্রিলা। এই শিশু অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই পূজার মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা কিছু জানে না। সকালে তুমি কি করেছ জানতে চাইলে বলেছে 'স্নান করেছি কাপড় পরেছি।'

সনাতন ধর্ম অনুসারে দেবী দুর্গা হচ্ছেন দুর্গতিনাশিনী। তিনি শুভশক্তির প্রতীক যিনি সকল অশুভ শক্তির তৎপরতাকে দমন করেন। বাংলাদেশে শরৎকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে এটি শারদীয় দুর্গোৎসব হিসেবে বাঙালি জীবনে স্থান অধিকার করে আছে। দেবী দুর্গা খ্যাত মহিষাসুরমর্দিনী রূপে। দশভুজা দুর্গা প্রতিবছর মর্ত্যে আসেন। সেই ধারায় এবার দেবী এসেছিলেন হাতিতে চেপে। গত ৯ অক্টোবর দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্যদিয়ে পাঁচদিনব্যাপী দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়। ১৩ অক্টোবর নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা। রমজানের কারণে ইফতার, তারাবির নামাজ ও সেহেরীর সময় ঢাক-ঢোল বাজানো বন্ধ ছিল।